গণিতপরিক্রমা ২৬শ খ ২০১৬ পৃ. ৭৫-৯০

কালের পরিক্রমায় গণিত পরিক্রমা

মুনিবুর রহমান চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ গণিত সমিতির সংবিধানে সমিতির একাধিক প্রকাশনা থাকার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ গণিত সমিতির মুখপত্র হিসাবে বাংলা ভাষায় গণিত পরিক্রমা নামে বিশেষ করে স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপযোগী একটি পত্রিকা প্রকাশের পদক্ষেপ সমিতি প্রতিষ্ঠার পরপরই গ্রহণ করা হয়। শুরুতে এই পত্রিকাটি ষান্মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়। গণিত পরিক্রমার ১ম খ ১ম সংখ্যা (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫) জুলাই ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। পরিচালনা (তথা সম্পাদনা) পরিষদে ছিলেন ড. মুনিবুর রহমান চৌধুরী (আহ্বায়ক), ড. সৈয়দ আলি আফজাল, আ. ক. ম. আবদুল মান্নান, শামসুল হক মোল-া। এতে ৬টি প্রবন্ধ, পরিভাষা কোষ–১ম পর্ব, দুইটি গ্রন্থের সমালোচনা এবং সমিতি সংবাদ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধ ৬টির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

গাণিতিক যুক্তিবিজ্ঞান – মোঃ হানিফ উদ্দিন মিয়া
ইনভারস্ সারকুলার ফাংশন প্রসঙ্গে – বণিতামোহন দে
গাউসের অভিসৃতি অভীক্ষা – মুনিবুর রহমান চৌধুরী
মাধ্যমিক স্তরে নতুন গণিত শিক্ষাদানের সমস্যা – মুহম্মদ আনওয়ার আলী
বাংলা হরফে গণিত চর্চা – মুনিবুর রহমান চৌধুরী
মাধ্যমিক গণিতের পাঠ্যসূচী : একটি পর্যালোচনা – মোঃ শামসুর রহমান

আবু জায়েদ শিকদার প্রণীত আলজেব্রা ও ক্যালকুলাস এবং মুনিবুর রহমান চৌধুরী ও ফাতেমা চৌধুরী প্রণীত সরল ত্রিকোণমিতি পুস্তক দুইটির সমালোচনা করেন যথাক্রমে শেখ সোহরাবুদ্দীন এবং শামসুল হক মোল-া।

শুরুতেই বাংলাদেশ গণিত সমিতি গণিত বিষয়ক পারিভাষিক শব্দাবলীর বাংলা প্রতিশব্দ তৈরির উদ্যোগ নেয়। গণিত পরিক্রমায় একে একে পরিভাষা কোষের চারটি পর্ব প্রকাশিত হয়। পরিশেষে ১৯৯৩ সালে সমিতি বাংলা ও ইংরেজি পরিভাষাকোষ প্রকাশ করে।

গণিত পরিক্রমার ১ম খ ২য় সংখ্যা (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২) ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ১১টি প্রবন্ধ, পরিভাষা বিভাগ, পরিভাষা প্রসঙ্গে এবং পরিভাষাকোষ–২য় পর্ব স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধ ১১টির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

অভ্যর্থনা ভাষণ – শ. ম. আজিজুল হক

Address – His Excellency Z. Byszewski
প্রধান অতিথির ভাষণ – অধ্যাপক ইউসুফ আলী
Presidential Address – A.M. Chowdhury
The Significance of Copernicus's Discovery – S.M.A. Haque
Nicolaus Copernicus – M. R. Chowdhury
Copernicus—His life and work – S. M. Sharfuddin
The Copernican Revolution – A. Musawwir Choudhury
কোপারনিকাসের বই-এর ভূমিকা – মোহাম্মদ আবদুল জব্বার
কোপারনিকাস ও মহাজগৎ – শেখ সোহরাবুদ্দীন
বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কোপারনিকাস – আলী আসগর

গণিত পরিক্রমার এই সংখ্যাটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা। এর প্রতিটি প্রবন্ধ আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার পথিকৃৎ পোল্যান্ডের নাগরিক মহামতি কোপারনিকাস-এর জন্মের পঞ্চশততম বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের জন্য পোলিশ সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে পোলিশ রাষ্ট্রদূতের অনুরোধে ও পরামর্শে বাংলাদেশ জাতীয় কোপারনিকাস জন্মপঞ্চশত বার্ষিকী উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়:

ড. শ. ম. আজিজুল হক – সভাপতি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দেলাওয়ার হোসেন – সম্পাদক (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. শেখ সোহরাবুদ্দীন – যুগ্মসম্পাদক (বাংলাদেশ গণিত সমিতি)
ড. ফররুখ খলিল (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মোহাম্মদ শামসুল হক (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. আ. খা. মো. সিরাজুল হক (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. আহমদ হোসেন (বাংলাদেশ পদার্থবিজ্ঞান সমিতি)

১৯৭৩ এর শেষ দিকে ড. দেলাওয়ার হোসেনের বিদেশে অবস্থানকালে ড. শেখ সোহরাবুদ্দীন কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং ড. মুনিবুর রহমান চৌধুরী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

গণিত পরিক্রমার এই সংখ্যাটি পরিভাষা কোষ – ২য় পর্ব বাদে কোপারনিকাসের দিনব্যাপী জন্মপঞ্চশত বার্ষিকী অনুষ্ঠানের পঠিত ভাষণ ও উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহের সংকলন। এই সংখ্যাটি কোপারনিকাসের অবিনশ্বর স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা হয়।

গণিত পরিক্রমার ২য় খ ১ম সংখ্যা (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩) জুন ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ৫টি প্রবন্ধ, পরিভাষা বিভাগ এবং পরিভাষাকোষ–৩য় পর্ব স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধ ৫টির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

দ্বিভিত্তিক বিশে-ষণ ও কমপিউটার সার্কিট ডিজাইন – মোহাম্মদ সোলায়মান খান

বিভাজ্যতা নির্ণায়ক বিধি – আবু জায়েদ শিকদার

প্রাথমিক স্ড়রে গণিত শিক্ষা : একটি পর্যালোচনা – আ.ক.ম. আবদুল মান্নান

দ্বিচল-দ্বিঘাত সমীকরণ দ্বারা নির্ধারিত সঞ্চারপথের প্রকৃতি নিরূপণে অব্যয় রাশির ব্যবহার – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

মহাকাশ বিজ্ঞান – ড. এ. এম. চৌধুরী

পরিভাষা প্রসঙ্গে – মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ড. মুনিবুর রহমান চৌধুরী কমনওয়েলথ ফেলোশীপ নিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান; ১৯৭৬ সালে ড. শেখ সোহরাবুদ্দীন চাকুরি নিয়ে লিবিয়ায় যান। ১৯৭৭ সালে ড. শ. ম. আজিজুল হক চাকুরি নিয়ে ইরাক যান। এসব কারণে গণিত সমিতি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ১৯৭৮ সালে সমিতি সক্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে গণিত পরিক্রমার প্রকাশনায় দীর্ঘ বিরতি ঘটে।

গণিত পরিক্রমার ৩য় খ- ১ম সংখ্যা (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪) জুন ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন এ. এফ. এম. আবদুর রহমান (সম্পাদক), আ. ম. ম. শহীদুল-া, মোহাম্মদ শামসুর রহমান, শামসুল হক মোল-া, আ. ফ. ম. মোজাম্মেল হক। এতে ৩টি প্রবন্ধ, পরিভাষা কোষ-৪র্থ পর্ব এবং সমিতি সংবাদ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধ ৩টির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

বাংলাদেশে গণিত শিক্ষা : মাধ্যমিক স্ড়র – জাফর আলী খান

কলেজ পর্যায়ে গণিত শিক্ষা – শামসুল হক মোল-া

তত্ত্বীয় গণিতের সমস্যা – এ. এফ. এম. আবদুর রহমান

এই খ- পরিভাষা কোষ-৪র্থ পর্ব প্রকাশিত হওয়ায় গণিত পরিক্রমার ২য় খ- ২য় সংখ্যা প্রকাশিত না হওয়ার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

গণিত পরিক্রমার ৩য় খ- ২য় সংখ্যা (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭) ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন অধ্যাপক এম. শামসুর রহমান (সম্পাদক), শামসুল হক মোল-া (ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক), এ. এফ. এম. আবদুর রহমান, মুনিবুর রহমান চৌধুরী, আ. ফ. ম. খোদাদাদ্ খান, মোঃ শাহাবুদ্দিন, মু. আনওয়ার আলী, হার=নুর রশীদ, মোঃ তোফাজ্জল হোসেন। এতে ৬টি প্রবন্ধ ও সমিতি সংবাদ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধ ৬টির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

ডায়োফান্টাসের বয়স হিসাব – এ. এফ. এম. আবদুর রহমান

গণিত শিক্ষাদান – শামসুল হক মোল-া

প্রয়াত দুজন গণিতজ্ঞ : রিমান জ্যামিতির রূপকার – এম. শামসুর রহমান

কষনে ম্যাট্রিক্স বীজগণিতের বিশেষ কলাকৌশল প্রয়োগ – মোঃ ফজলী হোসেন

রামানুজন : শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি – সেলিনা বাহার জামান

গণিতে পরিভাষা সংকট – এ. এফ. এম. আবদুর রহমান

একটু আগে আমরা গণিত পরিক্রমা প্রকাশের সাত বছরের বিরতির কৈফিয়ত দিয়েছি। এবারের দশ বছরের কৈফিয়ত ‘আমাদের কথা’ থেকে সম্পাদক মহোদয়ের নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করছি :

> বাংলাদেশ গণিত সমিতির ষান্মাষিক পত্রিকা গণিত পরিক্রমা যে ক্ষেত্রে ছ’মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত হবার কথা, সেক্ষেত্রে সুদীর্ঘ দশ বছর পর এর ৩য় খ-ের ২য় সংখ্যা আপনাদের হাতে তুলে দেয়ার সুযোগ পেয়ে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। প্রবন্ধের অভাব, ব্যবস্থাপনার অসুবিধা ইত্যাকার বহুবিধ কথার মাধ্যমে কৈফিয়ত দেবার প্রচেষ্টা নিলেও বাস্ড়বতার নিরিখে তা আমাদের দৈন্যকে আরও প্রকট করতে পারে। সহজ, সরল ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করলে মাফ পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিধায় আমরা তাই করছি।

গণিত পরিক্রমার ৪র্থ খ- ১ম সংখ্যা (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬) জুন ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন মোঃ সফর আলী (সম্পাদক), প্রফেসর এম. শামসুর রহমান, শামসুল হক মোল-া, মোঃ মতিউর রহমান, ড. আনোয়ার=ল হক শরীফ, ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, ড. মোঃ মোখলেসুর রহমান, (মিসেস্) শামসুন নাহার, (মিসেস্) ফরিদা বানু। এতে ৫টি প্রবন্ধ, পরিভাষা, পরিভাষাকোষ – ৫ম পর্ব এবং সমিতি সংবাদ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধ ৫টির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

তিন ভাঁড় সম্পর্কিত ধাঁধা – মোঃ রমজান আলী সরদার

মহাবিশ্বের প্রসারণ কি কখনো শেষ হবে? – এ. এফ. এম. আবদুর রহমান

দূরত্ব ও দিক নির্ণয়ে গণিত – মোঃ সফর আলী

বহুমাত্রিক অন্ড়রক জ্যামিতি – এম. শামসুর রহমান

অসীমের কথা – শামসুল হক মোল-া

গণিত পরিক্রমার ৫ম খ- (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩) ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন প্রফেসর শামসুল হক মোল-া (সম্পাদক), প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (সহযোগী সম্পাদক), জনাব মোঃ হানিফ উদ্দিন মিয়া, প্রফেসর মোঃ ফজলী হোসেন, প্রফেসর মোঃ মোখলেসুর রহমান, মিস্ হামিদা বানু বেগম, প্রফেসর হার=নুর রশীদ, জনাব তাজুল ইসলাম। এতে ৫টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

গাণিতিক ট্রাইপস্ : নতুন বিন্যাস – এম. শামসুর রহমান

রহস্যের সন্ধানে জ্যোতির্বিদ্যা – এ. এফ. এম. আবদুর রহমান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে গণিত – মোঃ ফজলী হোসেন
আলজাবর ওয়াল মুকাবেলা – এস. এম. শরফুদ্দিন
চার অঙ্কের সংখ্যা 6174 – মোঃ রজমান আলী সরদার

গণিত পরিক্রমার ৬ষ্ঠ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২) ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (সম্পাদক), ড. নূরুল আলম খান (সহযোগী সম্পাদক), প্রফেসর শামসুল হক মোল্লা, প্রফেসর মোঃ আইনুল ইসলাম, প্রফেসর মোঃ ফজলী হোসেন, প্রফেসর হারুনুর রশীদ, প্রফেসর (মিসেস্) রওশন আরা রশিদ। এতে ৬টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

কশি-গ্রীণ উপপাদ্য এবং এর প্রয়োগ – মোঃ রজমান আলী সরদার
প্রযুক্তির বিস্ময় মহাকাশযান 'গ্যালিলিও' – এ. এফ. এম. আবদুর রহমান
বিভাজন – মোঃ ফজলী হোসেন
গণিতের প্রয়োগে নতুন দিগন্ত – মোঃ আইনুল ইসলাম
'বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন' নামকরণ ও মুখ্যমানের সংজ্ঞা – বনিতা মোহন দে
গণিতের কথা : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে – এম. শামসুর রহমান

গণিত পরিক্রমার ৭ম খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৭) ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ৯টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

প্রফেসর আবদুস সালাম স্মরণে – এ. এফ. এম. আবদুর রহমান
গণিতের আদিযুগ : প্রাচ্যের কাছে প্রতীচ্যের ঋণ – আবদুল্লাহ আল-মুতী
ক্যালকুলাস : নিউটন-লিবনীজ বিতর্ক – এম. শামসুর রহমান
গণিত শিক্ষার মূল্যায়ন – মুহম্মদ আনওয়ার আলী
অনুসমতা – দীনেন্দ্র চন্দ্র বৈশ্য
দ্বিপদী রাশির বিস্তৃতি : একটি ব্যতিক্রমী পদ্ধতি – হারুনুর রশীদ
সংখ্যার সারি এবং এর বৈশিষ্ট্য – রমেশ চন্দ্র রায়
১/৭ , ..., ৬/৭ এর আবৃত্ত দশমিক মান – এম. এস. রহমান
(এম. শামসুর রহমান ms‡¶‡c)
অভিমত – মীজানুর রহমান

গণিত পরিক্রমার ৮ম খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৭) ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (সম্পাদক), প্রফেসর রত্নেশ্বর কর্মকার (সহযোগী সম্পাদক), ননী গোপাল সাহা, ড. মোঃ ফজলুর রহমান, নির্মল কান্তি মিত্র,

প্রফেসর হারুনুর রশীদ, প্রফেসর মুহম্মদ জাকেরুল্লাহ। এতে ৯টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

সকলের জন্য গণিত – মোঃ ফজলী হোসেন
গণিতে দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা এবং গণিতের ভিত্তি – এস. এম. শরফুদ্দিন ও এম. এস. রহমান
গণিতবিদদের অদ্ভুত আচরণ – এ. এফ. এম. আবদুর রহমান
গণিতের শিক্ষাক্রম প্রণয়নে সমবেত প্রয়াসের গুরুত্ব – মুহম্মদ আনওয়ার আলী
কনক্রিটনেস – এ. এ. কে. এম. লুৎফুজ্জামান
গণিত শিক্ষা ইতিহাসভিত্তিক হওয়া উচিত – এম. এস. রহমান
আল-খারিজমী – মোঃ আনোয়ার হোসেন
ভারসাম্যহীন পরাবৃত্ত – এম. শামসুর রহমান
গণিত শিক্ষায় সংকট – এম. শমশের আলী

গণিত পরিক্রমার ৯ম খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৯) ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ১৫টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

গোলকের কথা – এম. শামসুর রহমান
শ্রীনিবাস রামানুজন – এস.এম. শরফুদ্দিন
পদার্থবিদ্যায় বৃহৎ সংখ্যা – হিরন্ময় সেনগুপ্ত
গণিতের পাঠ্যসূচী – মীজান রহমান
গণিতের বিকাশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব – মুহম্মদ আনওয়ার আলী
অবসরে গণিত চিন্তা – এ.এফ.এম. আবদুর রহমান
একটি নতুন বলবিদ্যার জন্মকথা – এম. শমশের আলী
অন্তরক জ্যামিতির আদিকথা – উদয় চাঁদ দে
সমতলরেখা বিশ্লেষণ – কোহিনূর বেগম
বিংশ শতাব্দিতে বাংলাদেশে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ – মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
জীবন ও গণিত – আহসান আখতার
কম্পিউটার ও গণিত – শেখ আনোয়ার হোসেন
তৃতীয় বিশ্বের গণিতচর্চা : ল্যাটিন আমেরিকা – প্রদীপকুমার মজুমদার
১৯ : ইসলামের দৃষ্টিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা – মো. আনোয়ার হোসেন
গণিতে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ! – এম. এস. রহমান

গণিত পরিক্রমার ১০ম খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৩) ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ১০টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

ক্যাটাস্ট্রফি থিওরী – এস. এম. শরফুদ্দিন

q-রাজ্যে একটু উঁকিঝুঁকি – মীজান রহমান

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গণিত – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

ব্যাকরণে গণিত – মনতোষ মিত্র

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় গণিতচর্চা – হারুনুর রশীদ

টেনসর অন্তরকলন বিদ্যার সূচনা – উদয় চাঁদ দে

সংখ্যার বৈচিত্র্য – কোহিনূর বেগম

মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে পাটীগণিতচর্চার নমুনা – মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া

বিদ্যালয় বীজগণিতের কিছু কথা – উৎপল মুখোপাধ্যায়

জ্যামিতির তিন জটিল সমস্যা – এম. শামসুর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়ার ‘মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে পাটীগণিতচর্চার নমুনা’ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রাচীনকাল থেকেই পাটীগণিত বাংলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ড. শাহজাহান মিয়া পরবর্তীতে ‘মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে সংখ্যাবাচক শব্দ’ নামে একটি বৃহদাকার গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

গণিত পরিক্রমার ১১শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৭) ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (সম্পাদক), প্রফেসর রত্নেশ্বর কর্মকার (সহযোগী সম্পাদক), ননী গোপাল সাহা, ড. মোঃ ফজলুর রহমান, নির্মল কান্তি মিত্র, প্রফেসর হারুনুর রশীদ, প্রফেসর মুহম্মদ জাকেরুল্লাহ। এতে ১০টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

আসলে সবই শূন্য – মীজান রহমান

শিক্ষা মূল্যায়ন : প্রাথমিক ধারণা – মুহম্মদ আনওয়ার আলী

সময়ের পরিসমাপ্তি – এ. এফ. এম. আবদুর রহমান

প্রাচীন ইসলামী সভ্যতায় গণিতচর্চা – হারুনুর রশীদ

একটি কাহিনীর রূপান্তর : রুশ রাজদরবারে দিদ্‌রো – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

সমাবেশতত্ত্ব ও সমাবেশ জ্যামিতি – এম. শামসুর রহমান

লগারিদমিক কুণ্ডলী – এক বিস্ময়কর বক্ররেখা – উৎপল মুখোপাধ্যায়

উচ্চমাধ্যমিক গণিতের সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক – মোঃ ফাইয়েজুর রহমান

সমান্তর প্রগতি ও সরলরেখার একীকরণ – মনতোষ মিত্র

গণিতের চর্চায় একজন রাষ্ট্রপতি – এম. এস. রহমান

গণিত পরিক্রমার ১২শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২) ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (সম্পাদক), প্রফেসর মোঃ মোখলেসুর রহমান, প্রফেসর শেখ কুতুবউদ্দিন, প্রফেসর মোঃ সাদত হোসেন, ননী গোপাল সাহা, মমতাজ বেগম, মোঃ আকতার উজ জামান। এতে ১১টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

‘বহুবচনরূপী একবচন’ : গণিত শিক্ষায় এক বিরল বৈশিষ্ট্য – এম. শামসুর রহমান

গাণিতিক যুক্তিবিদ্যা – মো. ফজলী হোসেন

আজিজর রহমান খলিফা ও ‘*গণিত কাঁদিয়া ফেরে*’ – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

প্রশ্নমালা প্রণয়নের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক – মুহম্মদ আনওয়ার আলী

মিটিয়ার ক্রেটর – এ. এফ. এম. আবদুর রহমান

Marie Sophie Germain – হারুনুর রশীদ

সমঞ্জস ও অসমঞ্জস সমীকরণজোট – অসীম মুখোপাধ্যায়

পীথাগোরাসের ত্রয়ীসংখ্যা – জাহানারা বেগম

মাধ্যমিক স্তরে গণিত – খান কলিমুল্লাহ্

পেশা পরিক্রম : গণিতজ্ঞ-আইনজ্ঞ-গণিতজ্ঞ – এম. এস. রহমান

প্রয়াত অধ্যাপক মোজাম্মেল হকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি – হারুনুর রশীদ

গণিত পরিক্রমার ১৩শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৯) ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (সম্পাদক), প্রফেসর মোঃ মোখলেসুর রহমান, প্রফেসর শেখ কুতুবউদ্দিন, প্রফেসর মোঃ সাদত হোসেন, ননী গোপাল সাহা, মমতাজ বেগম, মোঃ আকতার উজ জামান। এতে ১২টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

পৃথিবী গোল নয় গোলকও নয় – এম. শামসুর রহমান

গণনযোগ্যতার মূলনীতি – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

অতিসংক্ষেপে Elliptic Hypergeometric Series – মীজান রহমান

অনির্দিষ্ট সংখ্যা এবং ভ্রমাত্মক ধারণা – মো. ফজলী হোসেন

গণিত শিক্ষাদানের সমস্যা ও কিছু সুপারিশ – মুহম্মদ আনওয়ার আলী

π বিভীষিকা – এ. এফ. এম. আবদুর রহমান

ইউক্লিডিয়ান, লরেঞ্জিয়ান, রিম্যানিয়ান ও আধুনিক জ্যামিতির প্রয়োগ – আবুল কালাম আজাদ

গুণনে লীলাবতী পদ্ধতি – হারুনুর রশীদ

মূলদ ও অমূলদ সংখ্যার নিবিড়ত্বের গঠনমূলক প্রমাণ – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

সহজিয়া গুণ – তাপস বিন

ক্যালেন্ডারের ইতিকথা – হারুনুর রশীদ

অয়লার সংখ্যা – যোবেদা আখতার ও মো. নূরুল হুদা

গণিত পরিক্রমার ১৪শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২) ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (সম্পাদক), প্রফেসর মোঃ মোখলেসুর রহমান, প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, শেখ আনোয়ার হোসেন, মোঃ আকতার উজ জামান, মো. রফিকুল ইসলাম, মমতাজ বেগম । এতে ১১টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

সংখ্যা পাঠের সমস্যা – ফ. র. আল-সিদ্দিক

বাংলা ভাষা ও গণিতচর্চা – এম. শামসুর রহমান

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বসনিয়া – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

গণিতে ম্যাজিক – মো. ফজলী হোসেন

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক গণিত শিক্ষা : সেকাল-একাল – হারুনুর রশীদ

আইনস্টাইন ও আপেক্ষিক তত্ত্বের বিকাশ – এম. এ. আনসারী

গণিত শিক্ষণ কৌশল – রোকেয়া বেগম ও এ. কে. এম. শফিকুল ইসলাম

গণিতজ্ঞ আনন্দমোহন বসু – এ. এম. তুলা

প্রসঙ্গ : বাস্তব সংখ্যা – শেখ আনোয়ার হোসেন

ক্যালেন্ডারের ইতিহাস – হারুনুর রশীদ

প্রসঙ্গকথা : মৌলিক সংখ্যা, ফার্মার সমীকরণ – মো. রাসেল রহমান

গণিত পরিক্রমার ১৫শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮) ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ১১টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

নয় বিন্দু বৃত্ত – এম. শামসুর রহমান

প্রসঙ্গ : যোগাশ্রয়ী চিত্রণ ও আইগেনভেকটর –মুনিবুর রহমান চৌধুরী

গণিতের কিছু সমস্যার সমাধান – মো. ফজলী হোসেন

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রণয়ন – মুহম্মদ আনওয়ার আলী

আবৃত্ত দশমিক ও চক্রবৃত্ত সংখ্যা – আবু জায়েদ শিকদার

গাণিতিক যুক্তিবিদ্যা – হারুনুর রশীদ

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম : সমস্যা প্রস্তাবনা – শেখ আনোয়ার হোসেন

যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী – শামসুজ্জামান

একটি সামন্তরিক সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান – মো. জাহেদ আলম খান

সমকোণী ত্রিভুজের অন্তর্লিখিত বর্গ – মো. আবুল হাসেম

রসগোল্লা না রসগোলক – এম. এস. রহমান

গণিত পরিক্রমার ১৬শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭১) ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (সম্পাদক), প্রফেসর মোঃ মোখলেসুর রহমান, প্রফেসর এ.এম.এম. আহসানউল্লাহ, প্রফেসর মো. শামসুল হক, মোঃ আকতার উজ জামান, রায়হানা তসলিম, ননী গোপাল সাহা। এতে ৯টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

চক্রিমা : জ্যামিতির অঙ্গনে নবরূপী ‘হেলেন’! – এম শামসুর রহমান

প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষা – কামরুন্নেসা বেগম

সভ্যতা বিকাশে চাই গণিতচর্চা – এ এম তুলা

গণিত শিক্ষার সংকট : উত্তরণের প্রস্তাব – হারুনুর রশীদ

শূন্যের কথা – এম এ আনসারী

জটিল সংখ্যা যোগজের পরমমান: সমতাজ্ঞাপক নির্দেশনা – মো. আকতার উজ জামান

প্রশ্ন কেন নকল হয়? – এ এ কে এম লুৎফুজ্জামান

ফাংশনের গরিষ্ঠমান ও লঘিষ্ঠমান প্রসঙ্গ – শেখ আনোয়ার হোসেন

আজিজর রহমান খলিফা ও ‘গণিত কাঁদিয়া ফেরে’ – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

গণিত পরিক্রমার ১৭শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৫) ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ৮টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

সুন্দর হে সুন্দর – মীজান রহমান

বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য প্রকৃতির ভৌত প্রতিভাসের সারগ্রাহী বর্ণনা – এ এম হারুন অর রশীদ

গণিতের নানা প্রতিযোগিতা – মোহাম্মদ কায়কোবাদ

স্কুলগণিত পাঠ্যপুস্তক ও পাঠক্রম : সাধারণ মন্তব্য – হারুনুর রশীদ

নতুন সংখ্যা সৃষ্টি – এম আব্দুল্লাহ আনসারী

গণিতে ‘আবেল’ প্রাইজ – এ এম তুলা

অতিমিতি জগতের বিচিত্র জ্যামিতি – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ ও আবদুস সালাম : উপমহাদেশের অসাধারণ দুই প্রতিভা – এম শামসুর রহমান

গণিত পরিক্রমার ১৮শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৭) ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (সম্পাদক), প্রফেসর অমূল্য চন্দ্র মন্ডল, প্রফেসর সত্রাজিৎ কুমার সাহা, প্রফেসর মো. শামসুল হক, শেখ আনোয়ার হোসেন, মো. আকতার উজ জামান, মো. রফিকুল ইসলাম, রায়হানা তসলিম, হেনা রানী রায়। এতে ৯টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

কার্ল ফ্রিডরিশ্ গাউসের অসাধারণ এক উপপাদ্য – এ. এম. হারুন অর রশীদ

গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজন – মো. ফজলী হোসেন

স্বাভাবিক লগারিদমের পৌনঃপুনিক সংজ্ঞা – ফাতেমা চৌধুরী

গণিত শিক্ষাব্যবস্থা : বাংলাদেশ গণিত সমিতির ভূমিকা – হারুনুর রশীদ

রেনে দেকার্তের গাণিতিক উদ্ভাবন – এম. আব্দুল্লাহ আনসারী

মানব কল্যাণে গণিতের প্রত্যক্ষ ভূমিকা – এ. এম. তুলা

প্রসঙ্গ : রোমান সংখ্যা – আবদুল্লাহ আল মামুন

সমকোণ না লম্বকোণ? – সাইয়্যিদ মুহম্মদ খলীফাতুল উমাম

‘অর্ধেক’ : অর্থবৈচিত্র্যে অনন্য এক শব্দ – এম. শামসুর রহমান

গণিত পরিক্রমার ১৯শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২) ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ১৪টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

সকল বিশ্বের সেরা বিশ্ব আমাদেরই মহাবিশ্ব (১) – মীজান রহমান

ঢাকায় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর যুগান্তকারী গবেষণার কাজ – এ. এম. হারুন অর রশীদ

লিওনার্দ অয়লার – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

গণিতের আদিযুগ: প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য ও প্রতীচ্য – হারুনুর রশীদ

বঙ্গাব্দের উৎস সন্ধানে – অজয় রায়

চৈত্র সংক্রান্তি: বাংলা বর্ষের শেষ দিবস – অজয় রায়

প্রফেসর অজয় রায়ের প্রবন্ধের নেপথ্যে – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ ও একটি প্রশ্ন – ভীষ্মদেব চৌধুরী

চলে গেলেন প্রফেসর শরফুদ্দিন – এম. শামসুর রহমান

গণিতবিদ অধ্যাপক শহীদুল্লা – এম. শামসুর রহমান

বিষয় হিসেবে গণিত – আবদুল্লাহ আল মামুন

পীথাগোরাসের উপপাদ্য: কিছু বক্তব্য – মো. আকতার উজ জামান

প্রসঙ্গ: একটি সম্পাদ্য – মো. শফিকুল ইসলাম রতন

‘শতবর্ষ পরে’ চলে গেছেন পরপারে – এম. শামসুর রহমান

গণিত পরিক্রমার ২০শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৫) ২০১০ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (সম্পাদক), প্রফেসর হারুনুর রশীদ, প্রফেসর সত্রাজিৎ কুমার সাহা, ফরিদা বানু, প্রফেসর জাহানারা বেগম, প্রফেসর শেখ আনোয়ার হোসেন, রায়হানা তসলিম। এতে ১০টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

বিজ্ঞানসাধক : বিচিত্র জীবনকথা – এম. শামসুর রহমান

বাংলার রেনেসাঁসের দুই পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু – এ. এম. হারুন অর রশীদ

সমস্যা: মাধ্যমিক গণিতশিক্ষা – শেখ আনোয়ার হোসেন

পাসকেল ও লাইবনিজ ত্রিভুজের সামঞ্জস্যতা – এম. আব্দুল্লাহ আনসারী

ফার্মার শেষ উপপাদ্য – রমেশ চন্দ্র রায়

প্রসঙ্গ: পিথাগোরীয় উপপাদ্য – আবদুল্লাহ আল মামুন

গণিতের ইতিহাস এবং বর্তমান প্রেক্ষিত – এ. এম. তুলা

বয়স ও জন্মদিন : সমস্যার যথাযথ সমাধান – লালন কুমার মন্ডল

পিয়েরে দ্য ফার্মা : শ্রেষ্ঠ উপপাদ্য – মো. আকতার উজ জামান

স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল প্রফেসর আবদুর রহমান – এম. শামসুর রহমান

গণিত পরিক্রমার ২১শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫১) ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ১২টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

সরলরেখার সরলতা – এম. শামসুর রহমান

বাংলার রেনেসাঁর পথিকৃৎ

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বীজগর্ভ অবদান ও বসু-আইনস্টাইন ঘনীভবন –এ. এম. হারুন অর রশীদ

গণিত শিক্ষাদানে পেশাগত শিক্ষার ভূমিকা ও গুরুত্ব – মু. আনওয়ার আলী

অসীমতা – এম. এ. আনসারী

ঘনমূল নির্ণয় – হারুনুর রশীদ

প্রসঙ্গ : ইউক্লিড ও এলিমেন্টস – আবদুল্লাহ আল মামুন

গণিত পঠন : সমস্যা ও সমাধান (১) – মো. সাজ্জাদ আলম

সৈয়দ আলী আফজাল : স্মৃতি অম্লান – এম. শামসুর রহমান

ট্র্যাপিজিয়ামের প্রকারভেদ – মো. শফিকুল ইসলাম রতন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বছর – হারুনুর রশীদ

২০১৩ : রবীন্দ্র শততম নোবেলবার্ষিকী – এম. এস. রহমান

গণিতপরিক্রমার জন্য একটি ক্ষুদ্র শুভেচ্ছা-বাণী – এ. এম. হারুন অর রশীদ

গণিত পরিক্রমার ২২শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৭) ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (সম্পাদক), প্রফেসর শেখ সোহরাবুদ্দীন, প্রফেসর মুনিবুর রহমান চৌধুরী, প্রফেসর সুব্রত মজুমদার, প্রফেসর সত্রাজিৎ কুমার সাহা, প্রফেসর এ কে আজাদ, মিসেস শাপলা শিরিন, প্রফেসর মো. আবদুল হালিম, কাজী মো. খায়রুল বাসার, মিসেস রায়হানা তসলিম। এতে ১২টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

প্রতিসাম্য : এম. শামসুর রহমান

স্টিফেন হকিং-এর সবকিছুর তত্ত্ব বা এল-ডোরাডো (স্বর্ণভুমি) – এ. এম. হারুন অর রশীদ

ইনভার্স ট্যানজেন্ট সম্পর্কিত একটি সুপরিচিত সমতার জ্যামিতিক প্রমাণ – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

সময়ের আপেক্ষিকতা – মো. আনোয়ার হোসেন

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের প্রতি একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য – এ. এম. হারুন অর রশীদ

আমার শিক্ষক প্রফেসর আবদুর রহমান – হারুনুর রশীদ

অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ ইয়াহিয়া – হারুনুর রশীদ

প্রফেসর গৌরাঙ্গ দেব রায় : কিছু স্মৃতি, কিছু কথা – ইলিয়াস উদ্দীন বিশ্বাস

কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে সহজে রৈখিক সমীকরণের সমাধান – এ. এম. হারুন অর রশীদ

আলেকজান্দ্রিয়ার গণিতস্কুল – এম. এ. আনসারী

দৈনন্দিন জীবনে গণিত – মো. আকতার উজ জামান

৪১-এর ভাবনা – এম. এস. রহমান

গণিত পরিক্রমার ২৩শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৩) ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়। সংখ্যাটি বাংলাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. জামাল নজরুল ইসলাম স্মরণে উৎসর্গ করা হয়। এতে ৯টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

কথাসাহিত্য ও সংখ্যার 'কুটুম্বিতা' – এম. শামসুর রহমান

পূরক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত – কাজী মো. খায়রুল বাসার

A Torn Leaf from Jamal and Suraiya's Golden Life – সুরাইয়া ইসলাম

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম : বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় এক জ্যোতিষ্ক – এ. এম. হারুন অর রশীদ

Our Father Professor Jamal Nazrul Islam – সাদাফ সাজ সিদ্দিকী ও নার্গিস ইসলাম

জামাল নজরুল : অনন্য এক প্রতিভা – এম. শামসুর রহমান

About Jamal – গ্যাভিন রেথ

Introducing A F Mujibur Rahman Foundation (A Charitable Organization) – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

চিঠির শতবর্ষ পূর্তি – এম. শামসুর রহমান

গণিত পরিক্রমার ২৪শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০১) ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (সম্পাদক), প্রফেসর অমূল্য চন্দ্র মন্ডল, প্রফেসর সত্রাজিৎ কুমার সাহা, প্রফেসর ইব্রাহিম সুফিয়া খানম, প্রফেসর মো. জিল-ুর রহমান, প্রফেসর জাহানারা বেগম, লায়ন মো. আকতার উজ জামান, গবেষক কাজী মো. খায়রুল বাসার, হেনা রানী রায়। এতে ৯টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

জীবনের দিশারী – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

গণিতবিদ সাহিত্যসেবী মীজান রহমান আর নেই – এম. শামসুর রহমান

মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ – এম. এ. আনসারী

ভগ্নাংশের ঐকিক নিয়ম – মো. শফিকুল ইসলাম রতন

ক্ষেত্র জ্যামিতিতে বীজগাণিতিক সূত্রের সত্যতা – হারুনুর রশীদ

আমার চোখে প্রাথমিক গণিতশিক্ষা – মো. আকতার উজ জামান

প্রসঙ্গ : বাস্তব সংখ্যা $\sqrt{7}$ – মো. খায়রুল বাসার

একটি নির্দিষ্ট যোগজের মান নির্ণয় – এ. এ. কে. এম. লুৎফুজ্জামান

মর্যাদামণ্ডিত একটি সংখ্যা: একজন সংবাদপত্রসেবীর জীবনবৈচিত্র্যে দীপ্যমান – এম. এস. রহমান

গণিত পরিক্রমার ২৫শ খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১১) ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন প্রফেসর এম. শামসুর রহমান (সম্পাদক), প্রফেসর অমূল্য চন্দ্র মন্ডল,

প্রফেসর সত্রাজিৎ কুমার সাহা, প্রফেসর ইব্রাহিম সুফিয়া খানম, প্রফেসর মো. জিল-ুর রহমান, প্রফেসর জাহানারা বেগম, লায়ন মো. আকতার উজ জামান, গবেষক কাজী মো. খায়র ুল বাসার, হেনা রানী রায়। এতে ১১টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

গণিতের ভাষা – এম. শামসুর রহমান

ফেলে আসা দিনগুলি – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

এসএসসি পরীক্ষায় গণিতের ফল বিপর্যয় – মো. আকতার উজ জামান

গতি সমীকরণ : কিছু বক্তব্য – মো. আশিক সিদ্দীক

গণিত পঠন : সমস্যা ও সমাধান (২) – মো. সাজ্জাদ আলম

প-াজমা : পদার্থের চতুর্থ বিস্ময় – মো. জয়নুল আবেদীন

মাধ্যমিক গণিতে পরিমিতি – কাজী মো. খায়র ুল বাসার

ড. ফজলে বারী মালিক – বিজ্ঞান জগতের অনন্য এক প্রতিভা : হার ুনুর রশীদ

স্মৃতিতে ভাস্বর অধ্যাপক শহীদুল-া – এম. শামসুর রহমান

সম্মাননাপ্রাপ্ত গণিতবিদ : ফিরে দেখা – এম. শামসুর রহমান

'শতবর্ষ পরে' – এম. শামসুর রহমান

বর্তমান গণিত পরিক্রমার ২৬শ খ ে (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪২) ৯টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ও লেখক যথাক্রমে,

গণিত ও নজর ুল সাহিত্যের কুটুম্বিতা – এম. শামসুর রহমান

বকসালী পা ুলিপি এবং রিন্ড পেপিরাস – হার ুনুর রশীদ

বিস্ময়কর চার চক্র ও ১, ৮ সংখ্যা তৈরির কৌশল – মো. আবু সুফিয়ান

প্রসঙ্গ : নিউটনের $F = ma$ সূত্রের যথার্থতা – মো. আশিক সিদ্দীক

চলে গেলেন আজিজুল হক স্যার – এম. শামসুর রহমান

স্মৃতিতে ভাস্বর ড. শ ম আ হক – মো. আকতার উজ জামান

কালের পরিক্রমায় গণিত পরিক্রমা – মুনিবুর রহমান চৌধুরী

A New Method for Solution of a Class of Problems in Analytical Geometry – A. R. Khalifa

আমার শিক্ষক অধ্যাপক বিজয় রাঘবন – এ. কে. এম. সামসুল করিম

গণিত পরিক্রমার লেখক তালিকায় যেমন রয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন

গণিতবিদ ড. মীজান রহমান, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী ড. এ. এম. হার ুন অর রশীদ, ড. এম. শমশের আলী তেমনি আছেন ভারতের ত্রিপুরার নুতননগর গ্রামের (তখন) উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাপস বিন (সহজিয়া গুণ - ১৩শ খ)। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের লেখক এ. এম. তুলা টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট সাংবাদিক। ২৫শ খ ে প্রকাশিত 'গতি সমীকরণ : কিছু বক্তব্য' প্রবন্ধের লেখক মো. আশিক সিদ্দীক স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী। তার বক্তব্য হয়তো গ্রহণযোগ্য নয়; কিন্তু তিনি যে বিষয়টি নিয়ে নিজস্ব চিন্তা ভাবনা করেছেন, এর প্রতি আমাদের সমর্থন রয়েছে।

পরিশেষে দীর্ঘকাল গণিত পরিক্রমা সম্পাদনা করে প্রফেসর এম. শামসুর রহমান নিজেই এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বঙ্গদর্শন নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্য সম্রাট বঙ্গিমচন্দ্র যেমন বঙ্গদর্শনের বেশীর ভাগ পাতা জুড়ে নিজেরই লেখা ছাপাতেন, তেমনি কিছুটা বাধ্য হয়ে প্রফেসর শামসুর রহমান গণিত পরিক্রমার প্রতিটি সংখ্যায় নিজের এক বা একাধিক লেখা ছাপিয়েছেন। তাঁর কিছু-কিছু লেখা গণিত মিশ্রিত রম্য রচনা। এক্ষেত্রে তিনি বাংলা সাহিত্যে এক এবং অনন্য। তাঁর সম্পাদিত গণিত পরিক্রমার প্রতিটি সংখ্যাতেই 'আমাদের কথা' শীর্ষক যে সম্পাদকীয়গুলি তিনি লিখেছেন সেগুলিও যেমন আকর্ষণীয় তেমনি তথ্যবহুল। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু কামনা করি।